



## হজ ও উমরাহ সহায়িকা

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা



## হজ ও উমরাহ সহায়িকা

প্রথম প্রকাশ	: এপ্রিল ২০২৩
দ্বিতীয় সংস্করণ	: এপ্রিল ২০২৪
পৃষ্ঠপোষকতায়	: জনাব মো: ফরিদুল হক খান এমপি, মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	: জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার, সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রকাশনায়	: হজ অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সম্পাদনায়	: সম্পাদনা পরিষদ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কম্পিউটার কম্পোজ	: জনাব রাসেল মামুদ জনাব মো: আব্দুস সালাম
মুদ্রণে	: বিজি প্রেস, ঢাকা

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

## **Hajj & Umrah Guide**

A Handbook on Hajj and Umrah for Pilgrims

- Published on : April 2023
- Second Edition : April 2024
- Patroned by : Mr. Md. Faridul Haque Khan  
MP, Honorable Minister,  
Ministry of Religious Affairs
- Overall : Md A Hamid Zamadder,  
Supervision Secretary, Ministry of Religious  
Affairs
- Published by : Hajj Wing, Ministry of Religious  
Affairs, Bangladesh Secretariat,  
Dhaka.
- Edited by : Editorial Committee, Ministry of  
Religious Affairs.
- Computer : Mr. Rashel Mamud & Mr. Md.  
Compose Abdus Salam
- Printed by : BG Press, Dhaka

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। যিনি শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য জীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ করেছেন। হজের জন্য প্রয়োজনীয় আমল ও দু'আ আল্লাহর দেয়া বিধান মতে হওয়া উচিত। প্রয়োজনীয় দু'আ-দরুদ আরবিতে শেখা এবং সুন্নতসহ শুদ্ধভাবে আমল করা জরুরি। তাই সাধারণ মুসলমানের প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞ আলেমগণের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত তবে প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা-মাসায়েল ও দু'আ-দরুদ সন্নিবেশ করে 'হজ ও উমরাহ সহায়িকা'র' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি এ সহায়িকাটি সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে।

মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের সব প্রচেষ্টা কবুল করুন, আমীন।

আহ্বায়ক  
জনাব মো: মতিউল ইসলাম  
অতিরিক্ত সচিব (হজ)  
হজ ও উমরাহ সহায়িকা সম্পাদনা কমিটি।



## সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়		
১.	উমরাহ পালন	১-৩
২.	ইহরাম প্রসঙ্গ	৪-৫
৩.	মীকাত পরিচিতি	৫-৭
৪.	তালবিয়াহ ও তালবিয়াহ পাঠের বিধান	৮-৯
৫.	ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ ও প্রতিকার	১০-১১
৬.	দম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ	১২-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়		
৭.	হজ পালন ও হজ ফরজ হওয়ার শর্ত	১৬
৮.	হজের ফজিলত ও হজের প্রকার	১৭-১৯
৯.	হজের নিয়ত	১৯-২০
১০.	হজের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ	২০-২৩
১১.	এক নজরে হজের ধারাবাহিক আমল	২৩-২৭

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২.	বদলি হজের বিধান	২৮-২৯
১৩.	হজের সফরে নামাজ পূর্ণ বা কসর করা	২৯
১৪.	তাওয়াফ, নিয়ত ও নিয়ম	৩০-৩৩
১৫.	সা'ঈ এর নিয়ত ও নিয়ম	৩৪-৩৬
১৬.	দু'আ কবুলের বিশেষ স্থানসমূহ	৩৭
১৭.	মক্কা শরীফের দর্শনীয় স্থানসমূহ	৩৭-৩৯
১৮.	মাদিনাহ আল মুনাওয়ারাহ	৪০
১৯.	মাসজিদুন নববী	৪০-৪১
২০.	রওজা মোবারকে সালাম পেশ	৪১-৪২
২১.	মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ	৪৩-৪৪
২২.	কবর যিয়ারতের দু'আ	৪৫
২৩.	জানাযার নামায, নিয়ত ও নিয়ম	৪৬-৪৭
২৪.	হজ ও উমরাহ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর	৪৮-৫৮



## প্রথম অধ্যায়

### উমরাহ পালন

#### উমরাহ পরিচিতি:

উমরাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিদর্শন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মীকাত হতে ইহরাম করে শরিয়াহ নির্দেশিত পন্থায় পবিত্র কা'বা শরীফ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করাকে উমরাহ বলে।

#### উমরাহ'র ফজিলত:

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “এক উমরাহ'র পর আরেক উমরাহ উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহের কাফফারা স্বরূপ” (বুখারী-১৭৭৩ ও মুসলিম-১৩৪৯)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, “তোমরা অধিক পরিমাণে হজ এবং উমরাহ করো। কেননা এ দুটো দরিদ্রতা ও গুনাহকে সেভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, কামারের হাপর যেভাবে লোহা থেকে ময়লাকে দূরীভূত করে দেয়” (নাসাঈ- ২৬৩০)।

### উমরাহ'র বিধান:

- ১। সামর্থবান মুসলমানের ওপর জীবনে একবার উমরাহ পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।
- ২। ৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত হজের ৫ দিন উমরাহ করা মাকরুহ।

### উমরাহ'র ফরজ দু'টি যথা-

- ১। ইহরাম করা
- ২। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা।

### উমরাহ'র ওয়াজিব দু'টি যথা-

- ১। সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা
- ২। মাথার চুল মুন্ডন করা বা ছোট করা।

### উমরাহ'র সুন্নতসমূহ:

পুরুষের তাওয়াফে ইজতেবা (ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা) এবং প্রথম তিন চক্রে রমল করা (বীরদর্পে হেলে দুলে চলা)।

- তাওয়াফ শুরু করার সময় হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ ও চুম্বন করা। অপারগ হলে উভয় হাত উত্তোলন করে তাকবীর বলে হাজরে আসওয়াদের উপর রাখার মত ইশারা করা।

- তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে কিংবা মাতাফে অথবা মসজিদে হারামের যেকোনো স্থানে তাওয়াফের দু'রাকাত (ওয়াজিব) সালাত আদায় করা।
- সালাত শেষে জমজমের পানি পান করা।
- সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানটিতে পুরুষের মধ্যম গতিতে দৌড়ে চলা।

**উমরাহ'র নিয়ত:**

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইনী উরীদুল উমরাতা ফাইয়াসসিরহা-লী ওয়াতাক্বালহা-মিনী।

অর্থ: “হে আল্লাহ আমি উমরাহ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন”।

## ইহরাম প্রসঙ্গ

**ইহরাম পরিচিত:** ইহরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ করা। শরীয়তের পরিভাষায় হজ বা উমরাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মীকাত থেকে হজ বা উমরাহ'র নিয়তে তালবিয়াহ পাঠের মাধ্যমে হজ বা উমরাহ'র কার্যাবলীতে প্রবেশ করাকে ইহরাম বলে। ইহরাম সম্পাদনকারীকে মুহরিম বলে। ইহরাম অবস্থায় অনেক হালাল কাজও মুহরিমের জন্য হারাম হয়ে যায়।

**ইহরাম করার ক্ষেত্রে করণীয়:**

- হাত-পায়ের নখ কাটা, বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা, গৌফ ছোট করা।
- ইহরামের জন্য গোসল বা মিসওয়াকসহ ওযু করা।
- পুরুষের ইহরাম করার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- ইহরামের পোশাক অর্থাৎ পুরুষের সেলাইবিহীন দু'টি চাদর এবং মহিলাদের শরিয়াহসম্মত স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করা।

- সেলাইবিহীন কাপড় অর্থাৎ শরীরের অঞ্জের আকৃতিতে তৈরি নয় এমন কাপড়।
- দু'রাকায়াত নফল নামাজ আদায় করে হজ বা উমরাহ'র নিয়ত করা।
- পুরুষের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা।
- মীকাত অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম করা। যে সকল হজযাত্রী ঢাকা হতে সরাসরি মদিনার উদ্দেশ্যে গমন করবেন তাদের ইহরাম করে রওয়ানা হওয়ার প্রয়োজন নেই। মদিনা হতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় মীকাত অতিক্রম করার পূর্বে ইহরাম করবেন।

#### **মীকাত পরিচিতি:**

হজ বা উমরাহ গমনকারীদের ইহরাম করার জন্য শরিয়াহ নির্দিষ্ট স্থানকে মীকাত বলা হয়। ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করলে দম ওয়াজিব হয়।

### মীকাতসমূহ:

- ১। **ইয়ালামলাম:** ইয়েমেন এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।
- ২। **জুল-হলাইফা:** মদীনাবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।
- ৩। **যাতু ইরুক:** ইরাকবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।
- ৪। **কারনুল মানাজিল:** এটি তায়েফ এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।
- ৫। **আয-যুহফাহ:** সিরিয়াবাসী এবং সে দিক দিয়ে আগতদের মীকাত।
- ৬। **হিল্ল:** মীকাত এবং হারাম এর মধ্যবর্তী স্থানকে হিল্ল বলা হয়। উক্ত স্থানের অধিবাসীরা সেখান থেকে হজ বা উমরাহ'র ইহরাম করবেন। হিল্ল হারাম এলাকার অধিবাসীদের উমরাহ'র মীকাত।
- ৭। **হারাম:** মক্কাবাসীর হজ এবং তামাত্তু হজ আদায় কারীগণের হজের মীকাত হলো হারাম এলাকা।

**বাংলাদেশ থেকে হজ ও উমরাহ গমনকারীদের মীকাত:**

- **আকাশ পথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে আকাশ পথে হজ এবং উমরায় গমনকারীদের বহনকারী বিমান সাধারণত 'কারনুল মানাজিল' বা 'যাতু ইরক' নামীয় মীকাত অতিক্রম করে থাকে বিধায় হাজীসাহেবগণ উক্ত স্থান অতিক্রমের পূর্বেই ইহরাম করবেন।
- **জলপথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে সমুদ্র পথে হজে গমনকারী ব্যক্তির মীকাত হলো ইয়ালামলাম বরাবর সমুদ্রের স্থান।
- **স্থলপথের মীকাত:** বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে গমনকারী যে মীকাত অতিক্রম করে মক্কা শরীফ প্রবেশ করবেন সেটি হলো তার মীকাত।

## তালবিয়াহ

তালবিয়াহ:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ  
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ-

উচ্চারণ-“লাকাইকাল্লাহম্মা লাকাইক, লাকাইকা, লা-শারীকা  
লাকা লাকাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি’মাতা লাকা ওয়াল  
মুল্ক, লা-শারীকা লাক”।

অর্থ: আমি হাজির! হে আল্লাহ, আমি হাজির। আপনার  
আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি হাজির, আপনার কোনো  
অংশীদার নেই। আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি হাজির।  
সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামতসমূহ, এবং একচ্ছত্র রাজত্ব আপনারই,  
আপনার কোনো অংশীদার নেই।

**তালবিয়াহ’র ফজিলত:** নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লাম ইরশাদ করেন, জিব্রাইল (আঃ) এসে আমাকে  
বললেন-“হে মুহাম্মাদ! আপনার সাথীদের উচ্চস্বরে  
তালবিয়াহ পাঠের নির্দেশ দিন। কেননা তা হজের অন্যতম  
নিদর্শন” (মুসনাদে আহমাদ-২১৬৭৮)।



নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,  
“কোনো মুসলিম তালবিয়াহ পাঠ করলে ডানে-বামে পৃথিবীর  
প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকে”  
(তিরমিযি-৮২৮)।

#### তালবিয়াহ পাঠের বিধান:

- ইহরাম করার সময় নিয়তের সাথে তালবিয়াহ বা আল্লাহ তা'য়ালার মহত্ত্ব প্রকাশ করা হয় এমন যে কোন যিকির উচ্চারণ করে একবার পাঠ করা ফরজ। বোবা ব্যক্তি উচ্চারণের উদ্দেশ্যে মুখ নাড়বে।
- পুরুষদের উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা। মনে মনে পাঠ করলে আদায় হবে না।
- তালবিয়াহ যখনই পাঠ করবে একসঙ্গে তিনবার পাঠ করা উত্তম।
- প্রত্যেক স্থান পরিবর্তনে তালবিয়াহ পাঠ করা মুস্তাহাব।
- উমরাহ'র ইহরামকারীগণ তাওয়াফ শুরুর পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন।
- হজের ইহরামকারীগণ ১০ জিলহজ জামারাতে পৌঁছে কংকর নিষ্ক্ষেপের পূর্বে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করবেন।

## নিষিদ্ধ কার্যাবলি প্রসঙ্গ

### ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

- আতর ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- চুল ও নখ কাটা, শিকার করা।
- পুরুষের সেলাই করা পোষাক পরিধান করা।
- পুরুষের পায়ের মধ্যবর্তী উঁচু হাড় ঢাকা পড়ে এমন জুতা পরা।
- পুরুষদের মাথা ও মুখমন্ডল আচ্ছাদিত করা এবং মহিলাদের চেহারাতে কাপড় লেগে থাকা।
- মহিলাদের ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ পুরুষদের মত একই। তবে তাদের জন্য জুতা, মোজা ও হিজাব পরা জায়েজ। হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় ইহরাম করা জায়েজ, কিন্তু এ অবস্থায় ইহরামের নামাজ পড়া যাবে না। মহিলাগণ গায়রে মাহরামের সামনে চেহারা ঢেকে রাখবেন, তবে কাপড় যেন চেহারার সাথে লেগে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

### **ইহরাম অবস্থায় মাকরুহ কাজসমূহ:**

শরীর হতে ময়লা দূর করা, চুল-দাড়ি আঁচড়ানো, চুল-দাড়ি হতে উকুন পড়ে যেতে পারে এমনভাবে চুলকানো, বালিশের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে শোয়া।

### **ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের প্রতিকার:**

**বাদানাহ/বুদনা:** ইহরাম অবস্থায় বড় ধরনের যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে গরু বা উট জবাই করা আবশ্যিক হয়, তাকে বাদানাহ/বুদনা বলে।

**দম:** ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির কারণে বকরি বা দুগ্ধা বা ভেড়া জবাই করা ওয়াজিব হয়, তাকে দম বলে।

**সাদাকাহ:** ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে এক ফিতরা তথা সর্বনিম্ন ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার মূল্য দান করা আবশ্যিক হয়, তাকে সাদাকাহ বলে।

**সামান্য সাদাকাহ:** ইহরাম অবস্থায় যে সকল ভুল-ত্রুটির প্রতিকার হিসেবে এক মুষ্টি গম বা একটি রুটি পরিমাণ সামগ্রী দান করা আবশ্যিক হয়, তাকে সামান্য সাদাকাহ বলে।

**বাদানাহ, দম ও সাদাকাহ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ:**

- ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে পুনরায় মিকাতে ফিরে এসে ইহরাম করে নেয়া আবশ্যিক, অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।
- বিশেষজ্ঞ অনেক আলেমের মতে, ইহরাম অবস্থায় তিন বা ততোধিকবার সুগন্ধিযুক্ত সাবান বা শ্যাম্পু বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত বা মাথা ধৌত করলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম ব্যবহার করলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় তিন বা ততোধিকবার সুগন্ধিযুক্ত তেল বা ক্রিম বা লোশন হাত, পা, মাথা বা অন্য যে কোনো পূর্ণঅঙ্গে ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম ব্যবহার করলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় শরীরের যে কোনো বড় অঙ্গ যেমন, মাথা, হাত, পা, চেহারা ইত্যাদিতে সুগন্ধি ব্যবহার করলে দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।

- ইহরাম অবস্থায় একটি পূর্ণ দিবস অথবা একটি পূর্ণ রাত মাথা কিংবা চেহারার চার ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়ে বেশি অংশ ঢেকে রাখলে দম ওয়াজিব হবে। এর কম সময়ের জন্য হলে সাদাকাহ ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় একই বৈঠকে এক হাত অথবা এক পায়ের সবগুলো নখ কাটলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় বিপরীত লিঙ্গের কাউকে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় উকুফে আরাফার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করলে হজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং একটি দম ওয়াজিব হবে। এতদসত্ত্বেও তাঁকে হজের যাবতীয় কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত হজ পুনরায় আদায় করতে হবে।
- সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান থেকে বের হয়ে গেলে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে না এলে দম ওয়াজিব হবে।
- ইহরাম অবস্থায় ওকুফে আরাফার পরে ও মাথার চুল মুন্ডানোর আগে সহবাস করলে হজ বাতিল হবে না, তবে একটি বাদানাহ তথা পুরো একটি গরু বা উট জবাই করা ওয়াজিব হবে।

- জিলহজের ১০ তারিখের কংকর নিষ্কেপ ঐ তারিখের সুবহে সাদিক থেকে ১১ তারিখের সুবহে সাদিকের মধ্যে সম্পন্ন না করলে দম ওয়াজিব হবে।
- পাথর নিষ্কেপের আগে কুরবানি করলে দম ওয়াজিব হবে।
- হলকের পরে তাওয়াফে যিয়ারতের আগে স্ত্রী সহবাস করলে দম ওয়াজিব হবে।
- মহিলাদের হায়েজ-নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তবে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হায়েজ-নিফাস চলমান থাকলে ঐ অবস্থাতেই তিনি ফরজ তাওয়াফ আদায় করবেন। এ কারণে তার ওপর একটি বাদানাহ ওয়াজিব হবে।
- ফরজ তাওয়াফ বিনা অজুতে করে ফেললে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব, নচেৎ দম ওয়াজিব হবে।
- সাফা-মারওয়ার সা'ঈ আদায় না করলে দম ওয়াজিব হবে।

### বিশেষ দৃষ্টব্য:

- যে ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব হয়, সে ক্ষেত্রে প্রাণিটি হারামের সীমানার মধ্যেই জবাই করে গোশত বিলিয়ে দিতে হবে। এ গোশত নিজে কিংবা স্বচ্ছল কেউ খেতে পারবে না।
- সাদাকাহ ওয়াজিব হলে তাও হারামের সীমানার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় আদায় করা আবশ্যিক।
- দম ওয়াজিব হয়, এমন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উক্ত ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবাহ-ইস্তেগফার করা উচিত।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### হজ পালন

#### হজ পরিচিতি:

হজের আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজের জন্য নির্ধারিত দিনসমূহে তথা ৮ থেকে ১২ জিলহজ তারিখে বাইতুল্লাহ, মিনা, আরাফাহ, মুযদালিফাহ, জামারাহ ও সাফা-মারওয়ায় শরিয়াহ নির্দেশিত বিধানাবলি পালন করাকে হজ বলে।

#### হজ ফরজ হওয়ার শর্ত:

- মুসলমান হওয়া।
- স্বাধীন হওয়া।
- বালেগ তথা শরিয়াহ'র দৃষ্টিতে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।
- শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং সক্ষম হওয়া।
- আর্থিকভাবে সামর্থবান হওয়া অর্থাৎ হজের আনুষ্ঠানিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে যাতায়াত ব্যয়, সেখানে থাকাকালীন খরচাদি এবং হজ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার পরিজনের আবাসন ও আবশ্যিকীয় ভরণ পোষণের সজ্জাতি থাকা।



### **বিশেষ দ্রষ্টব্য:**

শরিয়াহ'র বিধান অনুসারে মহিলাদের হজের সফরে স্বামী কিংবা মাহরাম সফরসঙ্গী থাকা আবশ্যিক।

### **হজের ফজিলত:**

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ করলো এবং হজ পালনকালে কোনো ধরনের অশালীন কথা ও কাজ কিংবা কোনো গুনাহে লিপ্ত হলো না, সে যেন নবজাতক শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলো। (বুখারী-১৫২১ ও মুসলিম-৩১৮৩)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেন, “মাবরুর হজ বা মকবুল হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।” (বুখারী-১৭৭৩ ও মুসলিম-১৩৪৯/ ৩১৮০)।

### **হজের বিধান:**

সামর্থ্যবান মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ। কোনো ব্যক্তির ওপর হজ ফরজ হওয়ার পর তিনি দরিদ্র হয়ে পড়লেও হজের ফরজ রহিত হয় না। হজ ফরজ

হওয়ার পর শারীরিকভাবে অক্ষম হলে কিংবা যাতায়াত পথ নিরাপদ না হলে অথবা মহিলা মাহরাম সফরসঙ্গী না পেলে অপেক্ষা করবেন, প্রয়োজনে বদলি হজ করাবেন।

**হজের প্রকারভেদ: হজ তিন প্রকার; যথা: ইফরাদ, তামাত্ব ও ক্বিরান**

১. **ইফরাদ হজ:** হজের মাসে শুধু হজের নিয়তে ইহরাম করে হজ সম্পাদন করা। এ হজে তাওয়াফে কুদুম বা আগমনী তাওয়াফ করা সুন্নত, পশু কুরবানি করা ঐচ্ছিক।
২. **তামাত্ব হজ:** হজের মাসে প্রথমে শুধু উমরাহ'র নিয়তে ইহরাম করে উমরাহ পালন করা। পরবর্তীতে হজের নিয়তে পুনরায় ইহরাম করে হজ পালন করা। তামাত্ব হজে পশু কুরবানি করা ওয়াজিব।  
উল্লেখ্য, তামাত্ব হজে উমরাহ করে হালাল হওয়ার পর হজের ইহরাম করার পূর্বে বারবার উমরাহ করা সুন্নতের খেলাফ।
৩. **ক্বিরান হজ:** হজের মাসে একই সঙ্গে হজ এবং উমরাহ পালনের নিয়তে ইহরাম করে উমরাহ ও হজ সম্পাদন করা (উমরাহ'র পরে হালাল না হওয়া)। ক্বিরান হজে পশু কুরবানি করা ওয়াজিব।

**তাওয়াফে কুদুম:** ইফরাদ হজকারী মক্কায় এসে প্রথম যে তাওয়াফ করেন এবং কিরান হজ আদায়কারী ওমরাহ'র তাওয়াফ ও সাঈ করার পর পুনরায় যে তাওয়াফ করেন তা তাওয়াফে কুদুম।

**হজের নিয়ত:**

**ইফরাদ ও তামাত্তু হজের নিয়ত:**

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইনী উরীদুল হাজ্জা ফাইয়াসসিরহ-লী ওয়াতাক্বালহ-মিনী।

অর্থ “হে আল্লাহ, আমি হজ পালনের নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।”

**ক্বিরান হজের নিয়ত:**

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي.

উচ্চারণ: আল্লাহ্মা ইন্নী উরীদুল হাজ্জা ওয়াল উমরাতা  
ফাইয়াসসিরহমা-লী ওয়াতাক্বালহমা-মিনী।

অর্থ: “হে আল্লাহ আমি হজ পালনের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য উভয় আমল সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নিন।”

**হজের ফরজ তিনটি, যথা:**

- (১) ইহরাম করা
- (২) উকূফে আ'রাফা (আরাফার ময়দানে অবস্থান) সূর্য পশ্চিম দিকে হলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু সময় অবস্থান করা ফরজ। পূর্ণ সময় অবস্থান করা ওয়াজিব। বিশেষ ওজরবশত উক্ত সময়ে অবস্থান করতে না পারলে ৯ জিলহজ্জ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক এর পূর্বে কিছুসময় অবস্থান করলেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে।
- (৩) তাওয়াফে যিয়ারাহ (ফরজ তাওয়াফ) ।

**হজের ওয়াজিব ৬টি, যথা:**

- ১। ৯ জিলহজ দিবাগত রাতের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুসময় মুযদালিফায় অবস্থান করা।
- ২। ১০ জিলহজ বড় জামারায় ৭টি এবং ১১ ও ১২ জিলহজ ৩টি জামারায় ৭টি করে ৪৯ টি কংকর নিক্ষেপ করা। ১২ জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করা সম্ভব না হলে ১৩ জিলহজ ৩টি জামারায় ৭টি করে ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।
- ৩। কিরান ও তামাত্তু হজে দমে শোকর বা কুরবানি করা।
- ৪। হলক অথবা কসর করা তথা পুরুষের মাথার চুল মুন্ডানো কিংবা ছোট করা (চুল মুন্ডানো উত্তম) এবং মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের ১ কর পরিমাণ কাটা।
- ৫। সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করা।
- ৬। মিকাতের বাহিরের অঞ্চল হতে আগমনকারীগণের বিদায়ী তাওয়াফ করা।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য:

- (ক) ওয়াজিবসমূহের কোনোটি ছুটে গেলে দম দেওয়া ওয়াজিব।
- (খ) ১০ জিলহজের আমলের (বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপ, কুরবানি ও হলক) ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও ওয়াজিব।

### হজের সুন্নতসমূহ:

- ইহরাম করার পূর্বে গোসল করা
- পুরুষদের সাদা রঙের ইহরামের কাপড় পরিধান করা
- অধিক পরিমাণে তালবিয়াহ পাঠ করা।
- ইফরাদ ও কিরান হজ আদায়কারীর তাওয়াফে কুদুম করা
- ৮ জিলহজ যোহর হতে ৯ জিলহজ ফজর পর্যন্ত ৫ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করা
- ৮, ১০ ও ১১ জিলহজ দিবাগত রাতে মিনায় রাত্রিযাপন
- ৯ জিলহজ সূর্যোদয়ের পরে মিনা থেকে আরাফায় গমন করা

- উকূফে আরাফার উদ্দেশ্যে গোসল করা
- মুযদালিফায় সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থান করা
- ছোট ও মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করা
- যে তাওয়াফের পরে সা'ঈ আছে, সে তাওয়াফে পুরুষদের প্রথম তিন চক্রে রমল করা
- যে তাওয়াফের পরে সা'ঈ আছে সে তাওয়াফের পরে পুরুষগণ ইহরামের কাপড় পরিধান করে তাওয়াফ করলে ইজতেবা (ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা) করা।
- সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সবুজ চিহ্নিত স্থানটি পুরুষদের দৌড়ে অতিক্রম করা ও মহিলাগণের স্বাভাবিক গতিতে চলা।

### এক নজরে হজের ধারাবাহিক আমল

#### ৭ জিলহজ:

যোহর নামাযের পর ইমামুল হজ কা'বা শরীফে প্রথম খুতবা দেন। এ খুতবায় হজের বিধি-বিধান এবং ৫ দিনের কর্মসূচি উল্লেখ করা হয়। সম্ভব হলে উক্ত খুতবা শ্রবণ করা উত্তম।

#### ৮ জিলহজ (ইয়াওমুত তারবিয়াহ):

হজের ইহরাম অবস্থায় পুরুষগণ উচ্চস্বরে এবং মহিলাগণ নিম্নস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। ৮ তারিখ যোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান এবং পঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। সম্ভব হলে মিনায় মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করা উত্তম।

#### ৯ জিলহজ (ইয়াওমু আরাফাহ):

- ফজরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে তাকবীর-ই-তাশরীকের পর ৩ বার উচ্চস্বরে তালবিয়াহ পাঠ করা (তাকবীর-ই-তাশরীক ৯ থেকে ১৩ জিলহজ আসরের নামায পর্যন্ত পড়া ওয়াজিব)।
- সূর্য উঠার পর দু'আ-তাকবীর-তাহলীল ও তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে আরাফার দিকে রওয়ানা করা। সম্ভব হলে আরাফার ময়দানে জাবালে রহমতের কাছাকাছি অবস্থান করা এবং যোহর ও আসরের নামায মসজিদে নামিরায় জামাআতের সাথে আদায় করা উত্তম।
- আরাফার ময়দানে দু'আ-দরুদ, নামায, তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি আমলের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করা। বেলা শেষে দু'হাত উঁচু করে দু'আ করা সুন্নত।